দামুড়হুদায় আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালন

দামুড়হুদায় আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উপলক্ষে মানববন্ধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (৯ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৯ টায় “দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের একতা, গড়বে আগামী শুভ্রতা “এই স্লোগানকে সামনে রেখে দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত কার্যালয় ঝিনাইদহ, উপজেলা প্রশাসন দামুড়হুদা ও উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি দামড়হুদার যৌথ আয়োজনে প্রথমে উপজেলা চত্বরে মানববন্ধন এবং পরবর্তীতে পরিষদের সভা কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি আশরাফুল হক উলুমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান।

এখনো পর্যন্ত কেন এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে নাগামটানা সম্ভব হলো না সে সম্পর্কে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি বলেন দুর্নীতি একটা মরণ ব্যাধির মতো সমস্যা, এটাতো আমার বুদ্ধি জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই জেনে আসছি, ছোটকাল থেকেই মানুষের অন্তরস্থলে দুর্নীতি ঢুকে পড়ে, সবলরা দুর্বলদের উপর প্রভাব বিস্তার করে, দুর্বলদের ঠেলে ফেলে দেয় এবং সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করে। যারা আমরা সরকারি চাকুরি করি এটা আমাদের দায়িত্ব মনে না করে ক্ষমতার অপব্যবহার করি সেক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নানা রকম বৈষম্যর সৃষ্টি হয়। সেজন্য আমাদের এই মরণব্যাধি দুর্নীতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে। দুর্নীতি হলো একটা বৈষম্য, সামষ্টিকভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধ প্রতিরোধ করার জন্য সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে হবে ও জোরালো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। হয়তো আমরা সমাজ থেকে দুর্নীতি চিরতরে নির্মূল করতে পারব না কিন্তু সমতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। আমাদের এই দেশটা দুর্বল শ্রেণীর লোকদের নিয়ে স্বাধীন হয়েছে, সেজন্য কৃষকদের সম্মান করতে হবে,নারীদের সম্মান করতে হবে, শ্রমিকদের সঠিক সময়ে ন্যায্য মজুরি প্রদান করতে হবে, অসহায়দের সহায় হয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে, তাহলে আমরা একটি দুর্নীতি মুক্ত সুন্দর সমাজ ও বাংলাদেশ গড়তে পারবো।

আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক মিল্টন কুমার সাহার সঞ্চালনায় এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার, আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন, কার্পাসডাঙ্গা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ হামিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবীর, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর, দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সভাপতি শামসুজোহা পলাশ, সহ-সভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নিলিমা আক্তার হ্যাপি, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, সমবায় কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ, একাডেমিক সুপারভাইজার রাফিজুল ইসলাম, ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন মাস্টার আব্দুল মান্নান, উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, ধর্মীয় উপাসনালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সুধী সমাজের নেতৃবৃন্দ, রোভার স্কাউটের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

মুজিবনগর হানাদার মুক্ত দিবস পালন

বিজয়ের এই মাসে ঐতিহাসিক ৬ই ডিসেম্বর মুজিবনগর হানাদার মুক্ত দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে হানাদার পাক বাহিনী মুজিবনগর থেকে পিছু হঠতে বাধ্য হয় মুক্ত হয় মুজিবনগর। মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড নানা আয়োজনে দিবসটি পালন করেছে।মুজিবনগর

হালদার মুক্ত দিবস পালন উপলক্ষে সকাল দশটার সময় মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং স্মৃতিসৌধের পাদদেশে জাতীয় সংগীতেরে তালে তালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

পুষ্পস্তবক অর্পণ ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন শেষে উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে ৬ই ডিসেম্বর হানাদার মুক্ত দিবসের স্মৃতিচারণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম সভাপতিত্বে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্য (ওসি) মিজানুর রহমান, মুজিবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুনসি ওমর ফারুক প্রিন্স, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান, ছাত্র সমন্বয়ক শাওন, মুজিবনগর উপজেলা সাবেক ডেপুটি কমান্ডার বীর মুক্তাযোদ্ধা আলী হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আয়ুব হোসেন, দারিয়াপুর ইউনিয়নের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদ, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান ও মুজিবনগর উপজেলা সভাপতি কমান্ড মোখলেছুর রহমান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ড।

মেহেরপুর মুক্ত দিবস পালন

নানা কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে মুক্ত দিবস উদযাপন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর এই দিনে বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগর খ্যাত মেহেরপুর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মুক্ত হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা হামলায় একে একে ভেঙে যায় পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের শক্তিশালী সামরিক বলয়। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের মুখে ৫ ডিসেম্বর বিকেল থেকে হানাদার বাহিনী গোপনে মেহেরপুর ছেড়ে পালাতে থাকে।

৬ ডিসেম্বর সকালে মিত্রবাহিনী মেহেরপুর শহরে প্রবেশ করলে অবরুদ্ধ জনতা মিত্রবাহিনীর সাথে জয়ের উল্লাসে যোগ দেয়। রাজনৈতিক মর্যাদাপূর্ণ মেহেরপুর জেলা হয় হানাদার মুক্ত ।

এর আগে ২ ডিসেম্বর, জেলার গাংনী উপজেলা পাক হানাদার মুক্ত হলে শিকারপুরে (ভারত) অবস্থিতমুক্তি বাহিনীর অ্যাকশন ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমা প্রশাসক (এসডিও)তৌফিক ইলাহী চৌধুরী হাটবোয়ালিয়ায় এসে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি স্থাপন করেন। মিত্রবাহিনীও মুক্তিবাহিনী সম্মিলিতভাবে ৫ ডিসেম্বর মেহেরপুরে প্রবেশ করেন। সীমান্তে পাকবাহিনীরস্থাপন করা অসংখ্য মাইন অপসারণের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর পুরোপুরিভাবে হানাদার মুক্ত হয় ৬ডিসেম্বর।

মেহেরপুর মুক্ত দিবস উপলক্ষে আজ শুক্রবার (৬ ডিসেম্বর) সারাদিন এ জেলায় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ,পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম ও জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল। সকাল সাড়ে ৮টা ৩০মিনিটের সময় মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড়ে অবস্থিতকেন্দ্রীয় শহীদ স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ, সকাল ৮ টা ৪৫ মিনিটের সময়ে কলেজ মোড় এলাকা থেকে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মোড় পর্যন্ত র্যালি, সকাল ৯ টার সময়ে শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে দিবসটি পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা করা হয়।

আলোচনা সভার আগে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে জাতীয় সংগীতের সুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ,পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম ও জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল।

এর পরে জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সভাকক্ষে আলোচনা সভায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম,বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইলিয়াস হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আনসারুল হক প্রমুখ।

মেহেরপুরে ইয়ারুল হোটেল এন্ড

রেস্টুরেন্টে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

মেহেরপুরে ইয়ারুল হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্টে দ্বিতীয় তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার (১ডিসেম্বর) রাত দশটার সময় মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড়ে অবস্থিত কাজী মার্কেটে এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়।

ইয়ারুল হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্টের মালিক ইয়ারুল ইসলামের উপস্থাপনায় এই সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর বিএনপি সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, পৌর বিএনপির শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মোঃ আনিসুর রহমান রিটন, পৌর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুজ্জামান বাবু, ম্যানেজার লিমন, উজ্জল জিন্না, খুবির, বাবুল, বাদল মামুন, হাফেজ, মাইনুল, হুজাইফা, নাসির, তুহিন, সালাম, মোজাম, জাকির, কদম, প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় নিরাপদ সড়ক চাই নিসচা’র ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিক পালন

‘ছাত্র জনতার অঙ্গিকার, নিরাপদ সড়ক হোক সবার’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গায় নিরাপদ সড়ক চাই নিসচা’র ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিক পালন করা হয়েছে। আজ রবিবার সকাল দশটায় সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উপলক্ষে র্যালি ও সমাবেশ করা হয়।

শহরের কোর্ট মোড় ঘুরে বর্ণাঢ র্যালি শেষ করে সংগঠনটির চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার কার্যালয়ে এসে শেষ করা হয়। পরে প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উপলক্ষে সমাবেশ সভা করা হয়। সভায় সভাপত্বিত করেন নিরাপদ সড়র চাই চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মানিক

আকবর।

সভায় সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন বলেন, ‘মহাসড়কে কোনওভাবেই অসুস্থ বা ক্লান্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো যাবে না। প্রত্যেক মানুষেরই পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রাম প্রয়োজন। অন্যদিকে সড়ক দুর্ঘটনার আরও একটি অন্যতম কারণ চালকদের ওভারটেকিং প্রবণতা। সাধারণত রাস্তায় ধীরগতির গাড়িগুলোকে ওভারটেকিংয়ের প্রয়োজন পড়ে।

এ সময় হর্ন বাজিয়ে সামনের গাড়িকে সংকেত দিতে হয়। কিন্তু অনেক সময় সংকেত না দিয়ে একজন আরেকজনকে ওভারটেক করার চেষ্টা করে, যার ফলে সামনের দিক থেকে আসা গাড়ি বের হতে না পেরে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সড়ক দুর্ঘটনার আরেকটি কারণ হলো ত্রুটিপূর্ণ সড়কব্যবস্থা। মহাসড়কগুলোতে বাঁকা থাকার কারণে সামনের দিক থেকে আসা গাড়ি দেখতে না পেয়ে অনেক চালক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। রাস্তার পাশে হাট-বাজার স্থাপন এবং ওভারব্রিজ না থাকাও দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়। আমরা সড়কে আর মৃত্যু দেখতে চাই না। এজন্য সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে। দেশের সড়ক-মহাসড়কে নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করতে পারলে দুর্ঘটনার হার কমে আসবে। সকলকে ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতন থেকে তা মেনে চলতে হবে’।

এসময় সভায় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) সহ-সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক জামান আখতার, কামরুজ্জামান সেলিম, শামিম আহমেদ বিপ্লব, সাংগঠনিক সম্পাদক শামিম হোসেন, দপ্তর সম্পাদক শেখ লিটন, সদস্য বিপুল আশরাফ, মফিজুর রহমান, পিন্টু মাস্টার, ইন্তাজুল ইসলাম, উজ্জল হোসেন, রোমান হোসেন রাহুল, প্রমুখ।

মেহেরপুরে আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন

বৈষম্য বিরোধী নকল নবীশ দাবী আদায় পরিশোধ জাতীয়করণের এক দফা দাবিতে মেহেরপুরে আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

আজ রোববার (২৪ নভেম্বর) দুপুর ২ টার দিকে সদর সাব রেজিস্টারের কার্যালয়ের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

এ সময় বক্তারা বলেন, নকল নবীশরা সরকারি কোন বেতন ভাতা পান না। সমাজের মানুষ জানে তারা সরকারি চাকরি করেন। কিন্তু বাস্তবে নকল নবীশরা জমির দলিলের এক পৃষ্ঠা বালামে লেখলে মাত্র ২৪ টাকা মঞ্জুরি পায়। প্রকৃতপক্ষে এক পৃষ্ঠা বালাম লেখার জন্য জনগণের কাছ থেকে সরকার রাজস্ব নেয় ৪০ টাকা। সেখান থেকে নকল নবীশদের দেয়া হচ্ছে ২৪ টাকা। বাকি ১৬ টাকা রাজস্ব খাতে জমা হচ্ছে। নকল নবীশদের টাকা দিয়েই তাদের চাকরি জাতীয়করণ করা সম্ভব। নকল নবীশদের দীর্ঘদিনের দাবী চাকরি জাতীয়করণ করা হোক। কিন্তু সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে বিষয়টি নিয়ে কথা বলার অভাবে আমরা আজও অন্ধকারেই রয়ে গেছি। আমাদের নুন আনতে পান্তা ফুরিই ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া দ্রব্যমূল্যের উদ্যগতি আমাদের জীবনযাপন করা সম্ভব হচ্ছে না আমাদের এক দফা এক দাবি মেনে নিতে হবে।

এ সময় আমরণ অনশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বৈষম্য বিরোধী নকল নবীশ মেহেরপুর জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার জাহিদ পিয়াস, সহ-সমন্বয়ক আব্দুল মাবুদ, হাফিজ আল আসাদ, মাহমুদা আক্তার সুমি, রোজিফা আক্তার, রিয়াদুজ্জামান, ইমরান শেখ প্রমুখ।

মেহেরপুরে গণপ্রকৌশল দিবস ২০২৪ পালন

“বৈষম্যহীন কর্মক্ষেত্র-সময়ের দাবি” এই প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরে গণপ্রকৌশল দিবস’২০২৪ আইডিইবি’র গৌরবোজ্জ্বল ৫৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র্যালীর আয়োজন করা হয়েছে।

ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি) মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে আজ সোমবার (১১ নভেম্বর) সকাল ১০ টার দিকে পৌর কমিউনিটি সেন্টার প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে লালটুর মোড়ে এসে শেষ হয়।

জনসংযোগ ও প্রচার সদস্য প্রকৌশলী মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে র্যালীতে কেন্দ্রীয় আইডিবির অন্তর্বর্তীকালীন আহ্বায়ক কমিটির উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম, মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (টিটিসি) অধ্যক্ষ আরিফ হোসেন তালুকদার, আইডিইবি’র সভাপতি আনিসুজ্জামান বকুল, সাধারণ সম্পাদক মারুফ হোসেন, সহ-সভাপতি মিজানুর রহমান, শামীম রেজা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আলিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এর পরে সেখানে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

গাংনীতে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে গাংনীতে বিরাট গণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর) বিকালে গাংনী বাসস্ট্যান্ড শহীদ আবু সাঈদ চত্ত্বরে বেলুন ফেস্টুন ও কবুতর উড়িয়ে দলের কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

পরে আয়োজিত গণ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান রেজাউল হক।

গণ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি ও গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ইনসারুল হক ইন্সুর সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি শহিদুল ইসলাম নাসির, জেলা বিএনপির ১ নং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলফাজ উদ্দিন কালু, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী উপজেলা

বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক ও ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান লাইলা আরজুমান বানু, গাংনী উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ও সাবেক ছাত্র নেতা আব্দুল হক, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক মালেক হোসেন চপল বিশ্বাস, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে পুলিশ ও আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীদের গুলি ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নিহতদের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

মুজিবনগরে জাতীয় যুব দিবস পালন

“দক্ষ যুব গড়বে দেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ “এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মুজিবনগরে পালিত হয়েছে জাতীয় যুব দিবস।

দিবসটি উপলক্ষে আজ শুক্রবার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি যুব র্যালি বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিন শেষে একই জায়গায় এসে শেষ হয়। পরে উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে, আলোচনা সভা, প্রশিক্ষণ সনদ ও ঋণের চেক বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিব উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং উপজেলা সহকারী যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জাফর ইকবাল এর সঞ্চালনায়, আলোচনা সভা, প্রশিক্ষণ সনদ ও চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর থানার এস আই সাজ্জাদ হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্র সমন্বয়ক আরিফ খান, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারূক প্রিন্স। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মডেল মসজিদের পেশ ইমাম মতিউর রহমানসহ প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে আত্মকর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে

এবং যুবকদের আত্মনির্ভরশীল হিসাবে গড়ে তোলার জন্য অনুষ্ঠান শেষে ১৪ জন যুবক ও যুবতি মহিলার মাঝে সাড়ে ১০ লক্ষ টাকার ঋণের চেক ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপজেলার বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারী সাংবাদিক ও যুবক-যুবতিরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় যুবদলের ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

আলমডাঙ্গায় যুবদলের ৪৬ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন ও যুবদল নেতা শহীদ আব্দুল হাই বল্টুর ১২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিল এবং শোক র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রোববার বিকেলে হাজী মোড়স্থ টিলু ওস্তাদের চাতালে আলোচনা সভা ও আলমডাঙ্গা পৌর যুবদলের নেতা শহীদ আব্দুল হাই বল্টুর মৃত্যুবার্ষিকীর দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় উপজেলা যুবদলের সাবেক সদস্য সচিব শফিকুল আজম ডালিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি শহিদুল কাওনাইন টিলু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে টিলু মিয়া বলেন,লড়াই সংগ্রামে অর্জিত বিজয়কে সংহত হবে। তাই যুবদলের সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি রুখে দিতে হবে। যুবদল সমস্ত অন্যায় সন্ত্রাস প্রতিহত করবে, কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দেব না। তিনি বলেন,যুবদল নেতা বল্টু একজন একনিষ্ঠ নেতা ছিল। তাকে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা নির্মম ভাবে হত্যা করে। আজ যুবদলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে তাঁর স্মৃতি ভেসে ওঠে।

আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারন সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা কৃষক দলের সাবেক সভাপতি বোরহান উদ্দিন, পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আনিসুর রহমান, সাবেক

কাউন্সিলর নাসির উদ্দিন, বিএনপি নেতা রেজাউল হক, জেলা যুবদলের সহসভাপতি মাগরিবুর রহমান, উপজেলা যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহবায়ক গোলাম মোস্তফা, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক ফারুকুজ্জামান, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক রহিদুজ্জামান রহিত ও সাবেক কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি ফাহমিদুর রহমান মুনের উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা বাকী বিল্লাহ, তৌফিক খান, সোহেল রানা, রাসেল, উপজেলা যুবদল নেতা মিলন আলী, সাদ্দাম মুন্সি, সোয়েব, ডালিম, জাহাঙ্গীর, সোহাগ, নাসির উদ্দিন, আলমগীর, ছালাম, বুরহান, ফজলু, দোদুল, যুবদল নেতা মিশকা, সাগর, হাসিব, মুন্নি, কামরুল, জনি, পলাশ, সাদ্দাম, জাহিদ, মুকুল, হামিদ, হাসান, মুনিয়ার, আরিফ, লিয়ন, চপল, জয়, রাসেল, জাহিদ, লিটন, রনি, বজলু, রাজু, সাইফুল, জয়নাল, আব্দুস সালাম, সমের, রিপন, রাজা, আবুল কালাম প্রমুখ।